১/ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের কারন সম্পর্কে আলোচনা করো.

১৭৫৭ খ্রিঃ পলাশির যুদ্ধের পর থেকে একশ বছরের মধ্যে ভারতের এক বিস্তীর্ন অংশে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, ইংরেজ, সামরিক শক্তির কাছে পরাস্ত হলে ও ভারতীয়রা কোনদিনই ইংরেজ শাসন কে মেনে নিতে পারেননি, লর্ড ডালহৌসির সাম্রাজ্যবাদী নীতি রাজন্যবর্গ ও প্রজাবর্গের মনে এক তীব্র ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করে,

রাজনৈতিক কারন স্বত্ববিলোপ নীতি ও কুশাসনের অজুহাতে ব্রিটিশরা সাতারা, সম্বলপুর, নাগপুর, ঝাঁসি, জালৌর, কার্নাট, অযোধ্যা প্রভৃতি রাজ্য গ্রাস করেন, পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও এর দত্তক পুত্র নানা সাহেবের বাৎসরিক ভাতা ও পেশোয়া পদ তিনি লুপ্ত করেন, ঐতিহাসিক জন কে (John Kaye) এর মতে রাজপরিবারের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নাগপুরের রাজপ্রাসাদ লুণ্ঠিত হয়, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃনা ও ভারতীয় রাজন্যবর্গের মনে তীব্র অসন্তোষ ও অসন্তোষের সৃষ্টি করে, ইংরেজ কর্তৃক অধিকৃত বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যের রাজপরিবারের আশ্রিত ব্যক্তিগন, জমিদার, তালুকদার ও সৈন্যদল কর্মচ্যুত ও জীবিকাহীন হয়ে পড়ে, এর ফলে তাদের মধ্যে তীব্র নৈরাশ্য ও প্রবল অসন্তোষ দেখা দেয়,

অর্থনৈতিক কারন ইংরেজদের স্বৈরাচারী ও সুপরিকল্পিত অর্থনৈতিক শোষনের ফলে দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয়দের মনে তীব্র অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়, ১৭৫৭ - ১৮৫৭ খ্রিঃ - এই একশ বছরের মধ্যে কোম্পানি এ দেশ থেকে প্রচুর সোনা রূপো ইংল্যান্ডে নিয়ে যায়, তাদের একচেটিয়া বানিজ্যিক অধিকার যেমন এ দেশীয় বনিকদের দুর্দশার কারন হয় তেমনি শুল্ক রহিত ইংল্যান্ড এবং

DATE PAGE NO. EXPT. NO.

পণ্য সামগ্রীর সঙ্গে সমান প্রতিযোগিতায় দেশীয় কুটির শিল্প জাত সামগ্রী টিকতে পারে নি, এর ফলে ভারতীয় শিল্প বিশেষত তাঁত শিল্প ধ্বংস হয় এবং বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়, ভারত পরিণত হয় ব্যাকস্টোর ও ল্যাঙ্কাশায়ারের কাঁচামাল সরবরাহের উৎস ও তৈরি পণ্যের খোলাবাজারে।

এ ছাড়া লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কৃষক, প্রাচীন জমিদার সম্প্রদায় ও সাধারণ গ্রামবাসীর জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনে, সূর্যাস্তে রায়তওয়ারি ব্যবস্থার ফলে ভূমি রাজস্বের পরিমাণ প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ গুণ বৃদ্ধি পায়, বেন্টিঙ্কের ভূমি সংস্কার নীতির ফলে বহু প্রাচীন জমিদার বংশ অবলুপ্ত হয় এবং সরকারি কোষ পূর্ণ হয়। আগে ডালহৌসি নিযুক্ত ইনাম কমিশন বোম্বাই প্রেসিডেন্সির প্রায় ২০০০০ জমিদারি বাজেয়াপ্ত করায় দেশের অর্থনৈতিক সংকট তীব্রতর হয়ে ওঠে, দরিদ্র কৃষকদের ওপর অসহনীয় করভার চাপানো হয়, নতুন ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্তের ফলে সাধারণ প্রজার অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে, তাই ভূমি ও সম্পত্তি সংক্রান্ত স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার জন্য সাধারণ ভারতবাসী বিদ্রোহে অবতীর্ণ হয়। তাঁর মতে ঈশ্বরীয় কারণের চেয়ে অর্থনৈতিক স্বার্থই ছিল অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, অযোধ্যার রাজধানী মুখ্য কমিশনারের অধীনে পড়ে পরিণত হয়, নবাবের সৈন্যদল ভেঙে দেওয়া হয় এবং রাজকর্মচারী ও অনুগৃহীতদের বেতন বন্ধ হয়ে যায়, ইংরেজ শাসনে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তালুকদার শ্রেণী, বংশ পরম্পরায় তারা যে জমিদারি ভোগদখল করেছিল, চোরাচালি থেকে তারা বিতাড়িত হয়, এই সব বিক্ষুব্ধ তালুকদার, তাদের অধীনস্থ কৃষক, কর্মচ্যুত সৈন্যদল ও কর্মচারীদের বিক্ষোভে অযোধ্যা অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে, তারা নিজেদের অধিকার ফিরে পাওয়ার উদ্দেশ্যে একযোগে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে, অযোধ্যার নবাবকে অপসারিত করা এবং সেখানে নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা গ্রহণ করে ভূস্বামীদের জমির

অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ফলেই অযোধ্যার বিদ্রোহ একটি জনবিদ্রোহের রূপ ধারণ করে। এছাড়া লোকোত্তর কর, বন কর, বাড়িঘর, পথ কর ও অন্যান্য নানা করভার প্রজাদের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে, দরিদ্র কৃষক এক শোচনীয় অবস্থার মুখোমুখি হয়।

সামাজিক কারণ ভারতে কোম্পানির শাসন প্রবর্তিত হওয়ার সময় থেকেই ইংরেজরা ভারতবাসী, তাদের আচার আচরণ ও সামাজিক রীতিনীতিকে তীব্রভাবে ঘৃণা করত, ইংরেজদের চোখে ভারতীয়রা 'বর্বর' ছাড়া অন্য কিছু ছিল না, লর্ড কর্নওয়ালিশ সরকারি উচ্চপদে ভারতীয়দের নিয়োগ নিষিদ্ধ করেন কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে ভারতীয়রা সকলেই দুর্নীতিগ্রস্ত, ভারতীয়দের প্রতি এই ধরনের বিদ্বেষসুলভ ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ শাসক ও শাসিতদের মধ্যে বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি করে। এর ফলে ইংরেজদের সম্পর্কে ভারতীয়দের মনে স্থায়ী সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়, ১৮৩৩ খ্রি. সনদ আইন এ জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল যোগ্যতাসম্পন্ন ভারতীয়কে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত হওয়ার অধিকার দেওয়া হলেও, বাস্তবে ভারতীয়দের প্রতি বঞ্চনার নীতি গ্রহণ করা হয়।

ধর্মীয় কারণ খ্রিস্টান মিশনারিদের ধর্মপ্রচারের চেষ্টা এবং হিন্দু মুসলিম ধর্ম ও দেব দেবী সম্পর্কে তাদের বিদ্রূপাত্মক ভারতীয় মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সরকারি শিক্ষা - প্রতিষ্ঠানে বাইবেল পড়ানোর ব্যবস্থা, খ্রিস্টধর্ম প্রচার, ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের বিভিন্ন সুযোগ প্রদান - এ সব কিছু ভারতীয়রা ভালোভাবে মেনে নেয়নি। ইংরেজি শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, বিধবা বিবাহ, সতীদাহ প্রভৃতি আইন এমনকি রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি প্রবর্তন ভারতীয়দের মনে ইংরেজদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এক তীব্র সন্দেহের সৃষ্টি করে।

সামরিক কারণ ইংরেজদের ~~এই দেশে~~ সামরিক বাহিনীর মূল ভিত্তি ছিল ভারতীয় সৈনিকরা, তাদের সাহায্যেই ভারতের ব্যাপক অংশে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, নানা কারণে দেশীয় সিপাহিদের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব তীব্র হয়ে ওঠে, প্রথমত, সামরিক বাহিনীতে সিপাহিদের

Scanned by CamScanner

DATE | PAGE NO. | SUB NO.

নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব বলে গণ্য করা হত, দ্বিতীয়ত, বেতন, পদমর্যাদা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে ইংরেজ ও ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে সরকারের বৈষম্যমূলক নীতি ভারতীয় সিপাহিদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে, সেনাবাহিনীর ইংরেজ কর্মচারীদের তুলনায় ভারতীয়রা বেতন ছিল কম, তাদের পদোন্নতির চান্স ও সুযোগ ছিল না, ইংল্যান্ড থেকে আগত যে কোন ও তরুণ ইংরেজ সেনা দক্ষ ও অভিজ্ঞ ভারতীয় সৈনিকদের চেয়ে বেশি বেতন, পদমর্যাদা ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করত, তৃতীয়ত, দেশীয় সিপাহিদের অধিকাংশ সময় বহুদূর প্রদেশে যাত্রা করতে হত, তাদের এই ধার্মিক ভাবা দেওয়াও বন্ধ করা হয়েছিল যা তাদের মধ্যে প্রবল অসন্তোষের সৃষ্টি করে, চতুর্থত, খ্রিস্টান মিশনারিরা হিন্দু মুসলিমদের ধর্মের বিরুদ্ধে নিন্দা করত যা তাদের ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত করত, পঞ্চমত প্রথম আফগান যুদ্ধ (১৮৩৯ খ্রি:) ও ক্রিমিয়ার যুদ্ধ (১৮৫৪-৫৬ খ্রি) ইংরেজ সেনাবাহিনীর অসীমহীন দুঃখ দুর্দশার কাহিনী ভারতীয় সেনা বাহিনীর মনে আশার সঞ্চার করে, সর্বশেষ সাধু সন্ন্যাসীদের ভবিষ্যত বাণী যে পলাশির যুদ্ধের একশ বছরের মধ্যে ভারতে ব্রিটিশ শাসন অবলুপ্তি ঘটবে সিপাহিদের মনে উৎসাহের সঞ্চার করে,

প্রত্যক্ষ কারণ এই সময় এনফিল্ড রাইফেলের প্রবর্তন বিদ্রোহে ইন্ধন যোগায়, এই রাইফেলের কার্তুজের খোলসটি দাঁতে কেটে রাইফেলে ভরতে হত, এই খোলসটি গোরু ও শুয়োরের চর্বি দিয়ে তৈরি হত, ধর্মচ্যুত হওয়ার আশঙ্কায় হিন্দু মুসলিম সিপাহিরা এই কার্তুজ ব্যবহারে অসম্মত হত, তবে এটি বিদ্রোহের প্রধান কারণ নয়, রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মতে এই কার্তুজগুলি ধ্বংস করে ফেলা হলে ও বিদ্রোহ ঘটতই, কারণ বিদ্রোহের মূলে ছিল জনগণের প্রবল অসন্তোষ, এই ঘরোয়া বিদ্রোহে ও বিদ্রোহীরা কিন্তু ইংরেজদের বিরুদ্ধে এই চর্বি মাখানো কার্তুজই ব্যবহার করেছিল,